জ্ঞান এবং বিজ্ঞানঃ ধর্মীয় জ্ঞানের কি কোন অস্তিত্ব আছে? না প্রয়োজন আছে?

-বিপ্লব

জনাব জমিমূল বাসারের অধিকাংশ লেখারই মাথা মুন্ডু কিছুই ঠিক থাকে না-অসংলগ্ন প্রলাপ বলে মনে হওয়ায় আমি উত্তর দেওয়ার খুব একটা প্রয়োজন দেখি না। এই লেখাটিও অসংলগ্ন কথায় ভর্ত্তি, লেখাটির শেষে তিনি বিজ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। চ্যালেঞ্জটিকে হালকা করে দেখা ঠিক নয়। আমি যত আধ্যাত্মিক গুরু এবং সংস্থার কথা জানি, তারাও বিজ্ঞানের বিরুদ্ধেএই চ্যালেঞ্জটি ব্যবহার করেন। সেই অর্থে জমিমুল বাশারের প্রশ্ন আমার অচেনা নয়। বরং তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধার্মিক তথা আধ্যাত্মিক গুরুদের বক্তব্য উপস্থাপনা করার জন্য। এর উত্তর অনুসন্ধান করলেই বোঝা যাবে আধ্যাত্মিক গুরু তথা প্রফেটরা আমাদের জ্ঞানের পরিধির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কি ভাবে সাধারণ মানুষকে বোকা বানাচ্ছে।

জমিমুল বাশারের লেখা থেকেই তুলে দিলামঃ

{

১. জ্ঞান কাকে বলে? বিজ্ঞান কাকে বলে?

২. পরস্পরের সম্পর্ক কি? কোনটি আগে কোনটি পরে? কে কার গুরু।

৩. জ্ঞান ও বিজ্ঞান কত প্রকার এবং কি কি?

৪. ভাববাদ কাকে বলে? জ্ঞানের সঙ্গো উহার সম্পর্ক কি? বিজ্ঞানের উৎস কি?

৫. আমিত্ব, মহব্বত, এরেদা ও এলেম অর্থাৎ স্বত্তানুভূতি, আকর্শণ, ইচ্ছা ও জ্ঞানের আকৃতি বা অনু পরমাণু বা কো
রূপ কি? এ্যটম, নিউট্রন, প্রোটন ও ইলেক্ট্রনের সঙ্গো কোন মিল সুত্র প্রমান করা যায় কি না? কোন দিন যেতে প
কি না?

বিনীত

}

প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রশ্নকে একত্রিত করলে দাঁড়ায় জ্ঞানে বিজ্ঞানের ভুমিকা কি? সব জ্ঞানই কি বিজ্ঞান? বিজ্ঞানের বাইরে জ্ঞানের অস্তিত্ব আছে কি? হাজার বছরের পুরানো প্রশ্ন। বহু চর্চিত। তবে এর আধুনিক উত্তর কজন জানেন, তা জানি না। বোধ হয় খুব অল্প লোকই জানেন।

আধ্যাত্মিকতার সাথে বিজ্ঞানের আদৌও কোন সম্পর্ক আছে কি না, তা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আমি লিখেছি এবং তাতেই উত্তরগুলো পাওয়া যাবে।

{ বিজ্ঞানের সাথে জ্ঞানের নানান শাখার সম্পর্ক নিয়ে লেখাঃ (১ এবং ২ এর উত্তর)

বিজ্ঞানবাদঃ

http://www.vinnomot.com/BiplabPal/Bigganbad.pdf

জ্ঞানের সাথে ভাববাদ এবং কোয়ান্টাম রিয়ালিটি (অনু পরমানুর জগৎ) নিয়ে আমার লেখাঃ

হিন্দু দর্শনের উৎস সন্ধানেঃ (৪ এবং ৫ এর উত্তর)
http://www.vinnomot.com/BiplabPal/Dharma3.pdf }
প্রাচ্য এবং ইসলামিক দর্শনের গোঁজামিল নিয়ে অনেক লিখেছি তবুও এই লেখাটা লিখতে বসলাম। উত্তরগুলো আরো সরাসরি, বোধগম্য ভাবে দিতে চাই। যাতে বোঝা যায়, ইসলাম বা উপনিষদ বা অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে 'স্পেশাল' কিছু নেই-সবটাই তৎকালীন 'জ্ঞান এবং সামাজিক সংস্কারের' সংকলন।

জ্ঞান কি?

জ্ঞানতত্ত্বকে ইংরজীতে বলে এপিস্টেমোলজী (Epistemology).

প্লেটোর ডায়ালোগ থিয়েটিয়াসের উদ্বুদ্ধ হয়ে সক্রেটিস জ্ঞানের সংজ্ঞা নিরূপনের প্রথম চেস্টা করেন। তিনি বললেন জ্ঞান হচ্ছে justified belief বা প্রমান্য বিশ্বাস(১)।

অর্থাৎ আমরা যা কিছু জানি তার সবটাই জ্ঞান নয়। যেমন ধরুন একজন ধার্মিক মুসলমান জানেন মহম্মদ আল্লা বা দূতেদের সাথে কথা বলতেন। যেহেতু আল্লা বা দূতেদের কোন প্রমান নেই, সেহেতু এটা বিশ্বাসের পর্যায়েই থেকে যাবে। জ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হবে না।

আবার এটাও বোঝা যাক, জ্ঞান মানে কি সত্য? সমস্ত প্রমান্য বিশ্বাসই কি জ্ঞান? সমস্ত প্রমান্য বিশ্বাসই চরম সত্য? জ্ঞান কি তাহলে চরম সত্য?

প্রথমত বিজ্ঞানের সংজ্ঞা এবং আবিস্কার থেকে এটা পরিস্কার চরম সত্যের অস্তিত্ব নেই। তাই কোন জ্ঞানই চরম সত্য হতে পারে না। সেইজন্য আধুনিক দার্শনিকরা মানেন জ্ঞানকে চরম সত্যের পাথরে গিলটি হয়ে আসতে হবে না। অথচ কোরান এবং যাবতীয় ধর্মগ্রন্থ নিজেদের চরম সত্য বলে মানে। সেটা হাস্যকর-কারণ চরম সত্যর অস্তিত্বই নেই! সুতরাং জ্ঞানের আধুনিকতম সংজ্ঞা অনুযায়ী কোরান বা গীতা মোটেও জ্ঞানের সংকলন নয়-কিছু প্রচলিত বিশ্বাসের সংকলন মাত্র। ব্যাপারটা আরো খোলসা করে বলি।

গেটিয়ার সমস্যা এবং জ্ঞানের আধুনিক সংজ্ঞাঃ

গেটিয়ার দেখান, বিশ্বাসে প্রমান থাকলেই তা জ্ঞান হতে পারে না (১৯৬০)। যেমন ধরুন দুজন চাকরীপদপার্থী ইন্টারভিউ দিচ্ছে। একজন লাল, অন্য জন সবুজ জামা পড়ে এসেছে। লাল জামা পড়া লোকটি বাতিল হলো এবং সিদ্ধান্তে এলো *সবুজ জামা পড়ে ইন্টারভিউ দিলে তবে এরা চাকরী দেয়!* এই সিদ্ধান্তের পেছনে প্রমান আছে, কিন্তু এটা কি 'জ্ঞানের' পর্যায়ভুক্ত?

গেটিয়ার সমস্যা জ্ঞানের আধুনিক সংজ্ঞা নিরূপনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। রিচার্ড কির্কহ্যাম সক্রেটিসের পথেই সমাধান খুঁজেছেন। জ্ঞানের শুধু প্রমান দেওয়াই যথেস্ট নয়-সেই প্রমানটি যথাযত এবং সার্বজনীন কিনা তারও বিচার করা দরকার। অস্তিত্ববাদিরা (Existentialist) বলেন শুধু তাই নয়, সমস্ত বিশ্বাসের পেছনে কারণ আছে এবং তার অনুসন্ধানও জরুরী জ্ঞানের সংজ্ঞা নির্নয়ে। অর্থাৎ কোন সুরা কি বলছে সেটা যদি জ্ঞানের পর্যায়ে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে প্রথমে ঐতিহাসিক কারণ বার করতে হবে আগে-জানতে হবে সুরাগুলি কেন বাজারে ছারা হলো।

গীতা থেকে উদাহরন দিচ্ছিঃ কৃষ্ণ বলছেন (৭:৩)

‘লাখো লাখো লোকের মধ্যে সামান্য কিছু লোকই বিশুদ্ধ আত্ম-উপলব্ধির চেস্টা করে, এদের মধ্যেও মাত্র কয়েকজনই এই বিশুদ্ধ আত্মনের সন্ধান পায় এবং তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন আমাকে জানে‘
{জ্ঞানযোগ (৭), স্লোক তিন }

এখন এটা জ্ঞান না বিশ্বাস? আত্ম উপলব্ধি কি? ধার্মিক লোকদের কাছে এই শ্লোকটি জ্ঞান কারণ আধ্যাত্মিক উপলব্ধির নানান দুর্বোদ্ধ পদ্ধতি অধিকাংশ লোকই এড়িয়ে চলেন এবং ধার্মিক মাত্রই ভাবেন এই জাতীয় সুপার নলেজ বা চূড়ান্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানের অস্তিত্ব আছে। যা মুষ্টিমেয় কিছু সিদ্ধ পুরুষের করায়ত্ত্ব!

অন্যদিকে বিজ্ঞানের দৃস্টিতে আত্মউপলব্ধি মানে আমাদের জৈবিক সত্ত্বা এবং জৈবিক দ্বায়িত্বের উপলব্ধি। অধিকাংশ মানুষই সন্তান প্রতিপালন করছেন এবং সন্তানের জন্য আত্মত্যাগও করছেন। অর্থাৎ জেনেটিক কোডের মধ্যেই এই আত্মউপলব্ধির ড্রাইভটা রয়েছে এবং সেই জন্যই মানব সভ্যতাও এগিয়ে চলছে। সুতরাং গীতার এই স্লোকটি বিশ্বাসীদের জন্য বিশ্বাস-এর বেশী কিছু নয়। কারণ সন্তান পালনের মধ্যে দিয়ে অধিকাংশ মানুষই জেনেটিক কোডের সারভাইভাল উপলব্ধি করছে-এই আত্মন উপলব্ধির জন্য সাধন,ভজন, নামাজ বা অতিরিক্ত কোন আত্মউপলব্ধির দরকার নেই[১]।

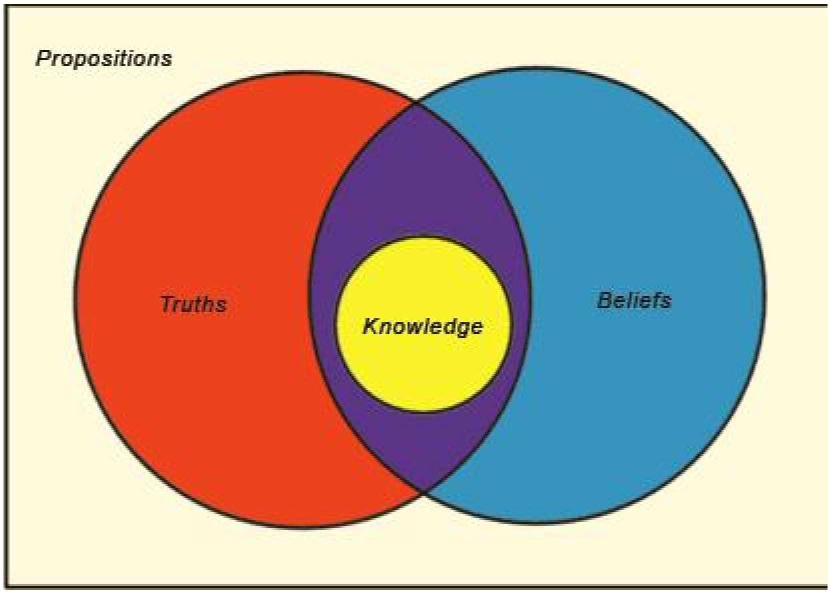

অর্থাৎ ধার্মিকদের কাছে যা জ্ঞান, যুক্তিবাদিদের কাছে তা ফালতু বিশ্বাস। অস্তিত্ববাদের দৃস্টিতে এটাই জ্ঞানের সংজ্ঞা।

কিন্ত এমন হলেতো কোরান-গীতার অধিকাংশ অংশকেই অন্তত ধার্মিকদের কাছে জ্ঞান বলে মানতে হয়? এইজন্য আধুনিক দার্শনিকরা অস্তিত্ববাদি দৃস্টিভংগীর ওপর 'ডিফিজিবিলিটি' বা 'অপরাজেয়ত্ব' লাগাতে চান। অর্থাৎ ধার্মিকের কাছে গীতার শ্লোকটি জ্ঞান সেটা মানতে গেলে, এটাও মানতে হবে ধার্মিক যে কারণে ওই শ্লোকটি জ্ঞান বলে মেনে নিচ্ছে সেই কারণের জন্য ওই জ্ঞানটির কোন প্রতিযোগী তত্ত্ব নেই, যা ওই জ্ঞানটির বিরুদ্ধে বক্তব্য পেশ করে এবং জ্ঞানটিকে প্রমানের ভিত্তিতে পরাজিত করে।

এই দৃস্টিতে গীতার শ্লোকটি আবার জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা হারায়-কারণ আত্মউপলব্ধির একমাত্র 'প্রমান্য' ব্যাখ্যা পাওয়া যায় জীব জগতের ব্যবহারের বিশ্লেষনে। জীবজগতের নানান পরীক্ষালব্ধ তথ্য থেকে এটাই প্রমানিত হয় আমাদের অস্তিত্ব আসলেই একটা জেনেটিক সারভাইভাল মেশিন এবং এই জৈবিক চেতনা আমাদের জিনের আণবিক কোডের মধ্যে প্রোগ্রাম করে দেওয়া হয়েছে। সন্তান জন্মের চাহিদার মধ্যে দিয়ে সেই আত্মন আমরা সতত উপলব্ধি করছি-এর জন্য কোন ভজন পূজনে আরাধনা নামাজ হজের দরকার নেই। নেই মন্দির মসজিদেরও (৩)।

জ্ঞানতত্ত্বকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়ঃ

Foundationalism (ভিত্তিমূলক):

যুক্তিবাদ (Rationalism) এবং পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানবাদ (Empericism) এই পর্যায়ভুক্ত। এখানে একটি নতুন জ্ঞান C , পুরানো দুই বা একাধিক প্রমানিত জ্ঞান A এবং B এর সমস্টি।

c <= {A,B}

যুক্তিবাদের সাথে বিজ্ঞানবাদের পার্থক্য হচ্ছে যুক্তিবাদে c ও জ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত যদি A এবং B জ্ঞান হয়। বিজ্ঞানবাদে c টি একটি প্রকল্প মাত্র যা জ্ঞান হতে পারে যদি c এর জন্যও সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রমান থাকে। অর্থাৎ আরোহী যুক্তি নয়, পরীক্ষালব্ধ প্রমানই বিজ্ঞানবাদের শেষ কথা (১)।

Coherentism (সংপৃত্তক বা সংলগ্নমূলক):

এখানে দেখা হয় যাকে আমরা জ্ঞান বলে আখ্যায়িত করছি, সেই জ্ঞান অন্যত্রও জ্ঞান হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কি না, বা সেই জ্ঞানের সাথে এর কোন বিরোধ আছে কি না।

নিউটনের গতিবিজ্ঞানের জগৎ একটি জ্ঞান।

গহদের পর্যায়কাল এই জগৎ মেনেচলে। বিরোধ নেই।

মাইকেলসন মর্লির পরীক্ষা এই জগৎ মানে না। বিরোধ আছে।

এক্ষেত্রে আমরা বলবো নিউটনিয়ান জগৎ গহদের ঘুর্নন প্রকৃতির সাথে সংপৃক্ত কিন্ত মাইকেল মর্লির পরীক্ষার সাথে নয়।

গীতার ওই শ্লোকটির (৭:৩) প্রসঙ্গে আসা যাক। যারা ধার্মিক তারা যে জগতে বিশ্বাস করেন সেখানে আধ্যাত্মিক সত্যের অস্তিত্ব আছে। সুতরাং তারা দেখছেন খুব বেশী লোক আধ্যাত্মিক পথে আত্ম উপলব্ধি করার চেস্টা করে না। সুতরাং (৭:৩) সংপৃক্ত জ্ঞানের পদ্ধতিতে তারা মনে করছেন শ্লোকটি জ্ঞান-কারণ তা তাদের অভিজ্ঞতা এবং বিশ্বাসের জগতে সত্য। কিন্তু সমস্যা হলো শ্লোকের শেষ ভাগ বলছে আধ্যাত্মিক চরম সত্যের অস্তিত্ব আছে। যাদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হয়েছে-তারা যা চরম সত্য বলে পৃথিবীর বুকে ছড়াচ্ছেন, সেগুলো কি আমাদের বাস্তব জগতের সাথে মিলছে? কৃষ্ণ বা মহম্মদ চরম সত্যের নামে গীতা বা কোরানে যা বাজারে ছেড়েছেন, সেগুলোতো খুব সাধারণ মানের, কখনো অত্যন্ত নীচু মানের ভীতিপদর্শনকারী একেশ্বরবাদি বিশ্বাস। যাকে জ্ঞানের অপরাজেয়তার (indeafisibility) আধুনিক সংজ্ঞায় কখনোয় জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। কারণ গীতা বা কোরান যেসব আধ্যাত্মিক প্রশ্নের বা জীবন দর্শনের উত্তর দিয়েছে, তার থেকে অনেক উন্নততর উত্তর বিজ্ঞান দিয়ে দেওয়া যায়। এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা ধর্মবিরোধি(১)(২)(৩)(৫)(৬)। আমি নানান প্রবন্ধে প্রমান করছি জীবন জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের দেওয়া উত্তর, ধর্মগ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত উত্তরের চেয়ে অনেক বেশী <u>প্রমানিত</u> সত্য যদিও তা চরম সত্য নয়। কারণ চরম সত্যের কোন অস্তিত্ব বিজ্ঞানের দর্শন বিরোধি(৪)।

প্রশ্ন উঠবে তাহলে হাজার হাজার বছর ধরে এতোগুলো লোক ঠকে আসছে? আর আমরাই চালাক? আসল সমস্যা হচ্ছে বিবর্তনের কারণে সামাজিক এবং সামরিক ঐক্যর জোরে ধর্মীয় সমাজ জিতে এসেছে। ধর্মে, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী লোক সর্বদা ছিল-কিন্ত ছিল সংখ্যালঘু। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠের চাপে রাষ্ট্র এবং সমাজের পৃষ্টপোষকতায় ছোটবেলা থেকে ধর্ম ব্যাপারটা মাথার মধ্যে ঢোকানো হয়। হৃদকম্পে প্রেথিত হয় ঈশ্বরের ভয়, গুনগান। এটা একধরনের স্থায়ী ড্যামেজ-অধিকাংশলোকই পরবর্ত্তী জীবনে এই বৃত্ত থেকে বেড়োতে পারে না। ফলে কোরান, গীতায় যা ছাঁইপাশ লেখা থাক, সেটা বিজ্ঞান দিয়ে প্রমান করার চেস্টা করে। ধর্মকে আধুনিক পোষাক পড়িয়ে ফ্যাশনেবল হওয়ার চেস্টা। এটা একধরনের অস্তিত্ববাদি মানসিক ব্যাধি।

অবশ্য পাশাপাশি এটাও সত্য ঐতিহাসিক কারণে সমাজে নৈতিকতার ভিত্তি যেহেতু ধর্ম, বিজ্ঞানের হাতে বিকল্প নৈতিক আদর্শ তৈরী না হওয়া পর্যন্ত ধর্মকে সংস্কার করে ঈশ্বর বিহীন সমাজবিজ্ঞান মুখী করতে হবে। সেটাই বিবেকানন্দ করেছিলেন-বুদ্ধ করেছিলেন অনেকদিন আগে। সুফী ইসলামের শ্রেষ্ঠ স্তরও আল্লাবিহীন '**আমি**'। সুতরাং যারা মানসিক শান্তি ইত্যাদির তাড়নায় ধর্মে বিশ্বাস করছেন, তারা কোরান, গীতায় বিজ্ঞানের সন্ধান ত্যাগ করে, বিবেকানন্দ, সুফি ইসলাম নিয়ে পড়ুন। সেক্ষেত্রে ধর্ম কি এবং কেন, সেটা প্রথমে জানবেন। ধর্ম কি এবং কেন সেটা ঠিক ঠাক না জেনে কোরান বা গীতা পড়তে বসলে কেও হবে আলকায়দা, কেও হেজবুল্লা, কেও শিবসেনা, কেওবা খুঁজবে কোরানে বিজ্ঞান। এটা সাময়িক সমাধান হলেও, রাজনৈতিক ইসলাম বা হিন্দুত্বর ব্যবসায়ীদের খপ্পর থেকে অনেক দূরে।

1. http://www.vinnomot.com/BiplabPal/Bigganbad.pdf
2. http://www.vinnomot.com/BiplabPal/Spiritualism1.pdf
3. http://www.vinnomot.com/BiplabPal/Ritual1.pdf
4. http://www.vinnomot.com/BiplabPal/PopperMarx.htm
5. http://www.vinnomot.com/BiplabPal/kawan2.pdf
6. http://www.vinnomot.com/BiplabPal/Kawan2.pdf

7. http://www.vinnomot.com/BiplabPal/KoranSpiritualism.pdf
8. http://www.vinnomot.com/BiplabPal/DharmaKi.pdf

ক্যালিফোর্নিয়া
৮/২০/০৬